[২০২১] ৮ এস.সি.আর. ১০৯

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড.

বনাম

ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং ১১৩৭)

আগস্ট ১০,২০২১

[আর. এফ. নরিমান এবং বি. আর. গাভাই, বিচারপতিদ্বয়]

দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি, ২০১৬: ধারা ৮ এবং ৯ - কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া - পরিচালন ঋণদাতা দ্বারা সিআইআরপি শুরুর জন্য আবেদন - রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা - অনুষ্ঠিত: যখন একটি বিরোধ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান থাকে এবং কাল্পনিক, অনুমানমূলক বা মায়াবী না হয়; এবং যদি "পরিচালন ঋণদাতা" দ্বারা একটি নোটিশ পাওয়া যায়, তবে বিচারকারী কর্তৃপক্ষ সিআইআরপি শুরুর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে - এটি প্রয়োজন যে "কর্পোরেট ঋণদাতা" দ্বারা নোটিশ "পরিচালন ঋণদাতা" এর নজরে একটি বিরোধের অস্তিত্ব বা বিরোধ সম্পর্কিত একটি মামলা বা সালিশ প্রক্রিয়া পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন রয়েছে কিনা তা আনতে হবে - এই পর্যায়ে বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে দেখতে হবে, আরও তদন্তের প্রয়োজন এমন একটি সম্ভাব্য বিতর্ক আছে কিনা এবং বিতর্কটি স্পষ্টতই দুর্বল আইনি যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় এমন তথ্যের দাবি নয়। তবে, আদালতের মামলার গুণাগুণ দেখার বা প্রতিরক্ষা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই - তথ্যের ভিত্তিতে, পরিচালন ঋণদাতা হওয়ার দাবি করে প্রতিবাদীদের দ্বারা ধারা ৯ এর অধীনে আবেদন - এনসিএলটি সঠিকভাবে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে সিআইআরপি শুরুর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, আপিলকারী এবং প্রতিবাদীদের মধ্যে একটি বিরোধ বিদ্যমান ছিল এবং সেই হিসাবে, ধারা ৯ এর অধীনে একটি আদেশ পাস করা যেত না - এনসিএলএটি স্পষ্টতই তথ্যগত এবং আইনি অবস্থানকে ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং এনসিএলটি-এর আদেশ বাতিল করে এবং বিধির ধারা ৯ এর অধীনে আবেদন গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে ভুল করেছে - সুতরাং, এনসিএলএটি দ্বারা পাস করা আদেশ বাতিল এবং বাতিল করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করা হয়েছেঃ ১. ইদেউলিয়া ও দেউলিয়া বিধি, ২০১৬ এর ধারা ৮ এবং ৯ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একটি "কার্যকরী ঋণদাতা"-কে, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা"-কে অর্থ পরিশোধের দাবিতে "কার্যকরী ঋণ" বা চালানের একটি অনুলিপি সহ একটি "দাবি নোটিশ" নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদান করতে হবে। এই "দাবি নোটিশ" বা চালানের অনুলিপি

পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে, "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা"-কে হয় "কার্যকরী ঋণদাতা"-কে "কোনো বিরোধের অস্তিত্ব" সম্পর্কে অবহিত করতে হবে অথবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিশোধিত "কার্যকরী ঋণ" পরিশোধ করতে হবে। তারপরে, আইবিসি-র ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে, ধারা ৮ এর উপধারা (১) এর অধীনে অর্থ পরিশোধের দাবিতে নোটিশ বা চালান প্রদানের তারিখ থেকে ১০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এবং যদি "কার্যকরী ঋণদাতা" "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা" থেকে অর্থ পরিশোধ না পায় বা আইবিসি-র ধারা ৮ এর উপধারা (২) এর অধীনে বিরোধের বিজ্ঞপ্তি না পায়, তবে "কার্যকরী ঋণদাতা" কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন দাখিল করতে পারবেন।[অনুচ্ছেদ ১৩][১২০ – বি – ই]

১.২ এটা স্পষ্ট যে একবার "কার্যকরী ঋণদাতা" এমন একটি আবেদন দাখিল করলে যা অন্যথায় সম্পূর্ণ, বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে আইবিসি-র ধারা ৯(৫)(ii)(ঘ) এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যদি "কার্যকরী ঋণদাতা" দ্বারা একটি নোটিশ পাওয়া যায় অথবা যদি তথ্য উপযোগিতায় বিরোধের রেকর্ড থাকে। যা প্রয়োজন তা হল "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা"-র নোটিশ "কার্যকরী ঋণদাতা"-র নজরে একটি বিরোধের অস্তিত্ব বা বিরোধ সম্পর্কিত একটি মামলা বা সালিশ প্রক্রিয়া পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন রয়েছে কিনা তা আনতে হবে। এই পর্যায়ে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের দেখার জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র এটাই যে, আরও তদন্তের প্রয়োজন এমন একটি সম্ভাব্য বিতর্ক আছে কিনা এবং বিতর্কটি স্পষ্টতই দুর্বল আইনি যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় এমন তথ্যের দাবি নয়। একটি মিথ্যা প্রতিরক্ষা যা নিছক বাগাড়ম্বর তা প্রত্যাখ্যান করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে, এই পর্যায়ে, আদালতের প্রতিরক্ষা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। আদালত এখানে উল্লিখিত পরিমাণ ছাড়া বিরোধের গুণাগুণেও যেতে পারে না। যতক্ষণ না একটি বিরোধ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে বিদ্যমান থাকে এবং মিথ্যা, অনুমানমূলক বা মায়াবী না হয়, ততক্ষণ বিচারকারী কর্তৃপক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। [১৭ অনুচ্ছেদ][১২৬-ই-এইচ; ১২৭-এ-বি]

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১১১ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

১.৩ দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবাদী কোম্পানির দাবি হল আপিলকারী কোম্পানি দ্বারা তার নোটিশ অফ মোশনের জবাবে দাখিল করা উত্তরে, এটি স্বীকার করেছে যে এম কোম্পানি, ওভারসিসের প্রতিস্থাপন হিসাবে, আপিলকারীকে ঠিকাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছে। সেই হিসাবে, ১৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাতিল এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সেই হিসাবে, আপিলকারী উক্ত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে কাজ করতে পারে না। আপিলকারীর মতে, এইভাবে, উত্তরে স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, আপিলকারী অবিলম্বে অগ্রিম অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য। [২০ অনুচ্ছেদ][১২৮-সি-ই]

১.৪ দেখা যাচ্ছে যে আপিলকারী কর্তৃক প্রতিবাদীদের উদ্দেশ্যে পাঠানো উত্তরে, আপিলকারী স্পষ্টভাবে বলেছে যে ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার উক্ত পরিমাণ এম কোম্পানির পক্ষে অগ্রিম অর্থ হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিল। বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে এম কোম্পানি এবং আপিলকারীর মধ্যে ২০১৭ সালের ৫ জুলাই সম্পাদিত চুক্তিতে, ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার উক্ত অগ্রিম অর্থ যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে আপিলকারীর অনুকূলে নতুন চুক্তি সম্পাদন কোনোভাবেই আপিলকারীর উপর স্বয়ংক্রিয় দায় তৈরি করে না। সেই হিসাবে, আপিলকারী প্রতিবাদীদের দাবি বিরোধিতা করার জন্য "বিরোধের অস্তিত্ব" ব্যবহার করেছে। [২২ অনুচ্ছেদ][১২৯-ডি-এফ]

১.৫ এর পাঠ্য থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে এম কোম্পানি প্রতিবাদীর ১০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার + ১.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) দুটি চালানের অর্থ প্রদান করবে। আরও দেখা যাবে যে প্রতিবাদী এম কোম্পানিকে অগ্রিম ব্যাংক গ্যারান্টি এবং পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার পর এবং এম কোম্পানি দ্বারা এর নিশ্চিতকরণ এবং গ্রহণযোগ্যতার পর আপিলকারীকে ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ প্রদান করবে। [২৫ অনুচ্ছেদ][১৩০-এফ-জি]

১.৬ এটা অতি স্পষ্ট যে আপিলকারীর মামলা, যে ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার পরিমাণ যা প্রতিবাদী কর্তৃক তাকে প্রদান করা হয়েছিল, তা এম কোম্পানির পক্ষে এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক প্রতিবাদীকে প্রদত্ত তহবিল থেকে এম কোম্পানির পক্ষে প্রদান করা হয়েছিল, তা এমন একটি বিরোধ বলে বলা যাবে না যা ভুয়া, মায়াবী বা রেকর্ডে থাকা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। রেকর্ডে থাকা উপাদানগুলি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে প্রাথমিক অর্থ প্রদান যা ঠিকাদার হিসাবে প্রতিবাদী কর্তৃক উপ-ঠিকাদার হিসাবে আপিলকারীকে করা হয়েছিল, তা

এম কোম্পানির পক্ষে এবং এম কোম্পানি থেকে প্রতিবাদী কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিল থেকে করা হয়েছিল। এটাও স্পষ্ট হবে যে যখন এম কোম্পানি এবং আপিলকারীর মধ্যে সরাসরি একটি নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তখন এম কোম্পানি প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এম কোম্পানিকে সরবরাহ করার বিপরীতে ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার উক্ত পরিমাণ স্থায়ী করার নির্দেশ দিয়েছিল। বিপরীতে, নথিগুলি স্পষ্ট করেছে যে প্রতিবাদীদের সাথে চুক্তি বাতিল করলে কে বোভেটকে প্রদত্ত ১০.৬২ মার্কিন ডলার ব্যতীত ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রথম অংশের বাকি অংশের জন্য প্রতিবাদীদের কোনো দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। [৩১ অনুচ্ছেদ][১৩৪-সি-এফ]

১.৭ এই পরিস্থিতিতে, এনসিএলটি সঠিকভাবে প্রতিবাদীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে আপিলকারী এবং প্রতিবাদীদের মধ্যে একটি বিরোধ বিদ্যমান ছিল এবং সেই হিসাবে, আইবিসি-র ধারা ৯ এর অধীনে একটি আদেশ পাস করা যেত না। এনসিএলএটি স্পষ্টতই তথ্যগত এবং আইনি অবস্থানকে ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং এনসিএলটি-এর আদেশ বাতিল করে এবং বিধির ধারা ৯ এর অধীনে আবেদন গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে ভুল করেছে। [৩২ অনুচ্ছেদ][১৩৪-এফ-জি]

মোবিলোক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কিরুসা সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ১ এসসিসি ৩৫৩ : [২০১৭] ১০ এসসিআর ১০০৬ - এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১৭] ১০ এস. সি. আর ১০০৬	এর উপর নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১৫,১৬

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ১১৩৭ নং দেওয়ানী আপিল।

২০১৮ সালের ৫৮২ নং কোম্পানি আপিল (এটি) (ইনসল্ভেন্সি)-এ নয়াদিল্লির ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের ২১.১২.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

জয়ন্ত ভূষণ, প্রবীণ আইনজীবী, অক্ষত কুমার, অজয় কে. জৈন, অতনু মুখার্জি, যশ করণ জৈন, আপিলকারীর পক্ষে।

সি. এ. সুন্দরম, প্রবীণ আইনজীবী, আমির আরসিওয়ালা, ভি. সিদ্ধার্থ, পি. এন. পুরী, আইনজীবীগণ. উত্তরদাতার পক্ষে।

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১১৩ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

আদালতের রায় প্রদান করেন বি. আর. গাভাই, বিচারপতি।

১. এই আপিলটি জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনাল (এরপর "এনসিএলএটি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্তৃক ২০১৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর পাস করা রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, যার মাধ্যমে এখানে প্রতিবাদী কর্তৃক দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে। এখানে প্রতিবাদী জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এরপর "এনসিএলটি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কর্তৃক ২০১৮ সালের ২৬শে জুলাই পাস করা আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে কোম্পানি আপিল (এটি) (দেউলিয়া) নং ৫৮২ অফ ২০১৮ দায়ের করেছিল, যার মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিধি (এরপর "আইবিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৯ এর অধীনে এখানে প্রতিবাদী কর্তৃক দায়ের করা পিটিশন সি.পি. (আইবি)-২০(এমবি)/২০১৮ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ২০১৮ সালের ২১শে ডিসেম্বরের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, এনসিএলএটি আপিল মঞ্জুর করার সময়, এখানে আপিলকারীকে সীমিত নোটিশ দেওয়ার পর আইবিসি-র ধারা ৯ এর অধীনে এখানে প্রতিবাদী কর্তৃক দায়ের করা পিটিশনটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে বিষয়টি এনসিএলটি-তে ফেরত পাঠিয়েছে যাতে আপিলকারী দাবি নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয়।

২. বর্তমান আপিল উত্থাপনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি নিম্নরূপ:-

ভারত সরকার সুদানের মাশকুর সুগার প্রকল্পের জন্য এক্সিম ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (এরপর "এক্সিম ব্যাংক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) মাধ্যমে সুদান প্রজাতন্ত্রকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ডলার লাইন অফ ক্রেডিট (এরপর "এলওসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রদান করেছে। এটি ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দুটি অংশে ছিল। ২০০৯ সালের ২৬শে জানুয়ারি, মাশকুর সুগার প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য সুদান প্রজাতন্ত্র এবং এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রথম অংশটি কার্যকর করা হয়েছিল। ২০০৯ সালের ১১ই অক্টোবর, মাশকুর সুগার কোম্পানি লিমিটেড, সুদান (এরপর "মাশকুর" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এক্সিম ব্যাংক দ্বারা অর্থায়ন করা ১৪৯,৯৭৫,০০০ মার্কিন ডলারের জন্য প্রতিবাদী-ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের (এরপর "ওভারসিজ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সাথে একটি চুক্তি করে। উক্ত চুক্তি অনুসারে, মাশকুরকে একজন উপ-ঠিকাদার মনোনীত করতে হয়েছিল। ২০১০ সালের ১৪ই এপ্রিল, মাশকুর এবং ওভারসিজের মধ্যে ওভারসিজকে "ডিজাইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্যাকেজ এবং সাইট মোবাইলাইজেশন সহ প্ল্যান্ট সিভিল প্যাকেজ" এর জন্য ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের জন্য একটি পরবর্তী চুক্তি করা হয়েছিল। মাশকুরের আমন্ত্রণের প্রতিক্রিয়ায়, আপিলকারী-কে বোভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (এরপর "কে বোভেট" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুদানে সুগার প্ল্যান্টের সরবরাহ, স্থাপন এবং সমাপ্তির জন্য একজন উপ-ঠিকাদার হিসাবে তার বিড জমা দেয়, যা মাশকুর কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। ১৮ই ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে, সুদানের খার্তুমে মাশকৌর, ওভারসিজ এবং কে বুভেটের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এরপর থেকে "এমওইউ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) স্বাক্ষরিত হয়।

উক্ত সমঝোতা স্মারকে প্রদান করা হয়েছিল যে চুক্তিটি সুদানের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে। একই সমঝোতা স্মারকে প্রতিটি পক্ষের ভূমিকা এবং দায়িত্বও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। একই তারিখে, তিনটি পক্ষের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল, যার মাধ্যমে কে বোভেটকে মাশকুর সুগার কোম্পানির জন্য ১০৬.২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ফ্যাক্টরি প্ল্যান্টের নকশা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সরবরাহ, স্থাপন, নির্মাণ, পরীক্ষা এবং সমাপ্তির সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য একজন উপ-ঠিকাদার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

৩. ২০১১ সালের ২৯শে মার্চ, ওভারসিজ মাশকুরকে পাঠানো একটি ই-মেইলের মাধ্যমে নিশ্চিত করে যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে, মাশকুর ওভারসিজকে এলওসি-এর প্রথম অংশের অর্থ প্রদান করবে এবং ওভারসিজ পরিবর্তে মাশকুরকে কে বোভেট কর্তৃক অগ্রিম ব্যাংক গ্যারান্টি এবং পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার পর কে বোভেটকে ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ প্রদান করবে। ২০১১ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখের চিঠির মাধ্যমে, এক্সিম ব্যাংক ওভারসিজকে জানায় যে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৬.৫৮ কোটি টাকার একটি পরিমাণ পাঠানো হয়েছে। একই তারিখের চিঠির মাধ্যমে ওভারসিজ মাশকুরকে তহবিল প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত করে এবং আরও জানায় যে প্রয়োজনীয় ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার পর তারা কে বোভেটকে ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ প্রদান করবে। ২০১১ সালের ২৮শে জুলাই, কে বোভেট ওভারসিজকে জানায় যে তারা মাশকুরকে প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি জমা দিয়েছে। মাশকুরের পরামর্শে, ওভারসিজ কে বোভেটকে ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার একটি পরিমাণ প্রদান করে। বিনিময় হারের বিষয়ে কিছু বিরোধ ছিল, যার কারণে কে বোভেট মাশকুরকে জানায় যে তাদের ভারতীয় রুপিতে আরও বেশি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা উচিত ছিল।

৪. ২০১৩ সালের ২৪শে জুলাই সুদান প্রজাতন্ত্র এবং এক্সিম ব্যাংকের মধ্যে ১২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দ্বিতীয় অংশ কার্যকর করার পর, ২০১৪ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মাশকুর এবং ওভারসিজের মধ্যে সুগার ফ্যাক্টরি প্রকল্পের চূড়ান্ত অংশের অর্থায়নের জন্য ১২৪,৯৭৫,০০০ মার্কিন ডলারের অবশিষ্ট পরিমাণের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ২০১৪ সালের ৩০শে অক্টোবর, ওভারসিজ এক্সিম ব্যাংককে সুগার প্রকল্প সম্পর্কিত এলওসি-এর অধীনে প্রাপ্ত তহবিল থেকে কে বোভেটের অনুকূলে ৯৫,৫৮০,০০০ মার্কিন ডলারের আংশিক পরিমাণ স্থানান্তর করার জন্য জানায়।

৫. দেখা যাচ্ছে যে এরই মধ্যে, ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এরপর "জিওআই" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সুদান সরকারের মধ্যে কিছু যোগাযোগ আদান-প্রদান হয়েছিল। এই ধরনের যোগাযোগ বিনিময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৭ই এপ্রিল ২০১৭ তারিখে,

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১১৫ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

ভারতে নিযুক্ত সুদানের রাষ্ট্রদূত ভারত সরকারের বিদেশ প্রতিমন্ত্রীকে সম্বোধন করে এবং ওভারসিজের সাথে মাশকৌরের চুক্তি বাতিল করার এবং পরিবর্তে কে বুভেটকে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগের পরামর্শ দেন। এর প্রতিক্রিয়ায়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুদানের রাষ্ট্রদূতকে জানায় যে কে বোভেটের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা প্রয়োজন হবে যাতে এক্সিম ব্যাংক কে বোভেটকে তহবিল সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। ২০১৭ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে, সুদানের রাষ্ট্রদূত মাশকুরকে জিওআই-এর ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এলওসি-এর অব্যবহৃত অংশের জন্য কে বোভেটের সাথে সরাসরি চুক্তি করতে জানায়। আরও জানানো হয় যে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রথম অংশ থেকে কে বোভেট কর্তৃক প্রাপ্ত ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার অগ্রিম পরিমাণ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার জন্য মাশকুরকে সরবরাহ করার বিপরীতে স্থায়ী করা হবে।

৬. ২০১৭ সালের ১৫ই জুন, মাশকুর তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ওভারসিজের সাথে চুক্তি বাতিল করে। ওভারসিজ চুক্তিটির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য এবং মাশকুর প্রকল্পে কে বোভেটকে ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগ করা থেকে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে বোম্বে হাইকোর্টের সামনে ২০১৭ সালের ৭৮৫ নম্বর একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করে। নিষেধাজ্ঞার জন্য ২০১৭ সালের ১৩১৪ নম্বর নোটিশ অফ মোশনও দাখিল করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের ২৭শে জুন তারিখের আদেশের মাধ্যমে, বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক ওভারসিজ কর্তৃক করা অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

৭. ২০১৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে, মাশকুর কে বোভেটকে ঘটনাবলী এবং চুক্তি বাতিলের বিষয়ে জানায় এবং আরও জানায় যে ওভারসিজ থেকে কে বোভেট কর্তৃক প্রাপ্ত ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার অগ্রিম পরিমাণ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার জন্য মাশকুরকে সরবরাহ করার বিপরীতে স্থায়ী করা হবে। আরও জানানো হয় যে ওভারসিজ কে বোভেটের কাছ থেকে উক্ত পরিমাণ ফেরত চাইবে না। সেই অনুযায়ী, একই দিনে মাশকুর এবং কে বোভেটের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ২০১৭ সালের ১১ই জুলাই সুদানের রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি জানায়।

৮. আইবিসি-র ধারা ৮ এর অধীনে একটি দাবি নোটিশ ওভারসিজ কর্তৃক কে বোভেটকে প্রদান করা হয়েছিল, ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার অভিযোগে এবং ওভারসিজ কর্তৃক কে বোভেটকে প্রদত্ত ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দাবি করে। কে বোভেট ৬ই ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে ওভারসিজের দাবিকে অস্বীকার করে। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ওভারসিজ কর্তৃক কে বোভেটকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তা মাশকুরের পক্ষে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এটি কেবল ওভারসিজের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল

এবং নতুন চুক্তির অধীনে এটি স্থায়ী করা হয়েছে। ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে, ওভারসিজ নিজেকে একজন কার্যকরী ঋণদাতা বলে দাবি করে, এনসিএলটি, মুম্বাইয়ের সামনে আইবিসি-র ধারা ৯ এর অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করে, যা সিপি (আইবি) নং ২০(এমবি)/২০১৮। ২৬শে জুলাই ২০১৮ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, এনসিএলটি পিটিশনটি খারিজ করে দেয়। ওভারসিজ এনসিএলএটি-এর সামনে কোম্পানি আপিল (এটি) (দেউলিয়া) নং ৫৮২ অফ ২০১৮ নম্বর একটি আপিলের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে যায়। ২১শে ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে, এনসিএলএটি উপরে বর্ণিত হিসাবে আপিলটি মঞ্জুর করে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী-কে বোভেট এই আদালতে এসেছে।

৯. আপিলকারী-কে বোভেটের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী জয়ন্ত ভূষণ জমা দিয়েছেন যে কোনো কল্পনাতেই ওভারসিজ কর্তৃক করা দাবিকে "কার্যকরী ঋণ" হিসাবে বিবেচনা করা যায় না এবং সেই হিসাবে, ওভারসিজ "কার্যকরী ঋণদাতা" হতে পারে না, যা তাকে আইবিসি-র ধারা ৯ এর অধীনে এনসিএলটি-র এখতিয়ার প্রয়োগ করতে সক্ষম করে। শ্রী ভূষণ আরও জমা দিয়েছেন যে কে বোভেট আর্থিক ঋণদাতা হিসাবে অগ্রসর হতে পারত না এবং সেই হিসাবে, "কার্যকরী ঋণদাতা"-র সংজ্ঞা প্রসারিত করে, যদিও এটি তার সাথে খাপ খায় না, আইবিসি-র ধারা ৯ এর অধীনে কার্যক্রম দায়ের করেছে। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে পণ্য বা পরিষেবার বিধান, কর্মসংস্থান বা বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে ঋণের ক্ষেত্রে কে বোভেটের কাছ থেকে ওভারসিজের কোনো পরিমাণ প্রাপ্য নয় এবং সেই হিসাবে, এটি আইবিসি-র ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২১) এর অধীনে প্রদত্ত "কার্যকরী ঋণ"-এর সংজ্ঞার সাথে খাপ খাবে না। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে একই যুক্তি অনুসারে, ওভারসিজ "কার্যকরী ঋণদাতা"-র সংজ্ঞার অধীনেও পড়বে না।

১০. শ্রী ভূষণ আরও জমা দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে, ওভারসিজ কর্তৃক কে বোভেটকে যে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, তা মাশকুরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ থেকে করা হয়েছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে রেকর্ডে থাকা উপাদানগুলি স্পষ্টভাবে এই অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, যেকোনো ক্ষেত্রে, ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ১৪.১ ধারার পাঠ থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে প্রদত্ত অর্থ মাশকুর কর্তৃক ওভারসিজকে প্রদান করা হয়েছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে যেকোনো ক্ষেত্রে, রেকর্ডে থাকা উপাদান এবং বিশেষভাবে দাবি নোটিশ এবং এর উত্তর স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে "বিরোধের অস্তিত্ব" ছিল এবং সেই হিসাবে, এনসিএলটি সঠিকভাবে পিটিশনটি খারিজ করে দিয়েছিল। তিনি জমা দিয়েছেন যে, তবে, এনসিএলএটি বিধানগুলিকে ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং আপিল মঞ্জুর করেছে এবং ধারা ৯ পিটিশন গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। তিনি জমা দিয়েছেন যে আইবিসি-র অধীনে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার সীমিত এবং এটি কেবল বিধিতে বর্ণিত সীমিত ক্ষেত্রগুলির উপর বিচার করতে পারে।

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১১৭ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

১১. প্রতিবাদী-ওভারসিজের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী শ্রী সি.এ. সুন্দরম, বিপরীতে, জোর দিয়ে বলেন যে কে বোভেটকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, তা ওভারসিজের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়েছিল, মাশকুরের কাছ থেকে নয়। তিনি জমা দিয়েছেন যে রেকর্ডে থাকা উপাদানের পাঠ থেকে দেখা যাবে যে কে বোভেট ওভারসিজের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের কথা স্বীকার করেছে এবং একবার কোনো পক্ষ কোনো দাবি স্বীকার করলে, তা আইবিসি-র ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২১) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত "কার্যকরী ঋণ"-এর সংজ্ঞার মধ্যে আসবে এবং যে পক্ষের কাছে স্বীকারোক্তি করা হয়েছে তাকে "কার্যকরী ঋণদাতা" হিসাবে আইবিসি-র ধারা ৯ এর অধীনে কার্যক্রম দায়ের করতে সক্ষম করবে। বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী তাই জমা দিয়েছেন যে এনসিএলএটি সঠিকভাবে বিধানগুলি বিবেচনা করেছে এবং ওভারসিজের আপিল মঞ্জুর করেছে এবং ধারা ৯ পিটিশন গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তিনি জমা দিয়েছেন যে বর্তমান আপিলটি খারিজ করা উচিত।

১২. যদিও উভয় পক্ষের পক্ষে বিশদ জমা দেওয়া হয়েছে, আমরা এই মতামত পোষণ করি যে মামলার অন্যান্য দিকগুলিতে না গিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভিত্তিতে বর্তমান আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। আইবিসি-র ধারা ৮ এবং ৯ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে:-

"৮. কার্যকরী ঋণদাতা কর্তৃক দেউলিয়া সমাধান (১) একজন কার্যকরী ঋণদাতা, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের দাবিতে অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণ বা চালানের অনুলিপি সহ একটি দাবি নোটিশ প্রদান করতে পারেন।

(২) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দাবি নোটিশ বা চালানের অনুলিপি প্রাপ্তির দশ দিনের মধ্যে কার্যকরী ঋণদাতাকে অবহিত করবে-

(ক) কোনো বিরোধের অস্তিত্ব, [যদি থাকে, বা] এই ধরনের নোটিশ বা চালান প্রাপ্তির আগে দায়ের করা মামলা বা সালিশ কার্যক্রমের বিচারাধীনতার রেকর্ড;

(খ) অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের [পরিশোধ]-

(i) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অপরিশোধিত অর্থের বৈদ্যুতিন স্থানান্তরের রেকর্ডের একটি সত্যায়িত অনুলিপি পাঠিয়ে; অথবা

(ii) রেকর্ডের একটি সত্যায়িত অনুলিপি পাঠিয়ে যে কার্যকরী ঋণদাতা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ইস্যু করা একটি চেক ভাঙিয়েছে।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, "দাবি নোটিশ" মানে একটি কার্যকরী ঋণদাতা কর্তৃক কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করা একটি নোটিশ, যা অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের [পরিশোধ] দাবি করে, যার ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতা ঘটেছে।

৯. কার্যকরী ঋণদাতা কর্তৃক কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরুর জন্য আবেদন

(১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে অর্থ পরিশোধের দাবিতে নোটিশ বা চালান প্রদানের তারিখ থেকে দশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, যদি কার্যকরী ঋণদাতা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অর্থ পরিশোধ না পায় বা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে বিরোধের বিজ্ঞপ্তি না পায়, তবে কার্যকরী ঋণদাতা কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন দাখিল করতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদনটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি সহ দাখিল করতে হবে।

(৩) কার্যকরী ঋণদাতা, আবেদনের সাথে নিম্নলিখিতগুলি জমা দেবেন-

(ক) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে কার্যকরী ঋণদাতা কর্তৃক প্রদান করা অর্থ পরিশোধের দাবিতে চালান বা দাবি নোটিশের একটি অনুলিপি;

(খ) একটি হলফনামা যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের বিরোধ সম্পর্কিত কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি;

(গ) কার্যকরী ঋণদাতার অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে একটি শংসাপত্রের একটি অনুলিপি, যা নিশ্চিত করে যে [কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের কোনো পরিশোধ নেই, যদি পাওয়া যায়;]

[(ঘ) তথ্য উপযোগিতা সহ কোনো রেকর্ডের একটি অনুলিপি, যা নিশ্চিত করে যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের কোনো পরিশোধ নেই, যদি পাওয়া যায়; এবং]

[(ঙ) অন্য কোনো প্রমাণ, যা নিশ্চিত করে যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের কোনো পরিশোধ নেই বা নির্ধারিত অন্য কোনো তথ্য।]

(৪) এই ধারার অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করা একজন কার্যকরী ঋণদাতা, একজন অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান পেশাদার হিসাবে কাজ করার জন্য একজন সমাধান পেশাদার প্রস্তাব করতে পারেন।

(৫) বিচারকারী কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (২) এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির চৌদ্দ দিনের মধ্যে, একটি আদেশের মাধ্যমে-

(i) আবেদনটি গ্রহণ করবে এবং কার্যকরী ঋণদাতা এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে এই সিদ্ধান্ত জানাবে, যদি-

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীনে করা আবেদনটি সম্পূর্ণ হয়;

(খ) অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের কোনো [পরিশোধ] না থাকে;

(গ) কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধের জন্য চালান বা নোটিশ কার্যকরী ঋণদাতা কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে;

(ঘ) কার্যকরী ঋণদাতা কর্তৃক কোনো বিরোধের নোটিশ না পাওয়া যায় বা তথ্য উপযোগিতায় বিরোধের কোনো রেকর্ড না থাকে; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রস্তাবিত কোনো সমাধান পেশাদারের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক কার্যক্রম বিচারাধীন না থাকে, যদি থাকে।

(ii) আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করবে এবং কার্যকরী ঋণদাতা এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে এই সিদ্ধান্ত জানাবে, যদি-

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীনে করা আবেদনটি অসম্পূর্ণ হয়;

(খ) অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের [পরিশোধ] হয়ে থাকে;

(গ) ঋণদাতা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে পরিশোধের জন্য চালান বা নোটিশ প্রদান না করে থাকে;

(ঘ) কার্যকরী ঋণদাতা কর্তৃক বিরোধের নোটিশ পাওয়া যায় বা তথ্য উপযোগিতায় বিরোধের কোনো রেকর্ড থাকে; অথবা

(ঙ) কোনো প্রস্তাবিত সমাধান পেশাদারের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক কার্যক্রম বিচারাধীন থাকে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিচারক কর্তৃপক্ষ, ধারা (ii) এর উপ-ধারা (ক) এর অধীনে আবেদন প্রত্যাখ্যান করার আগে, বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তার আবেদনের ত্রুটি সংশোধন করার জন্য একটি নোটিশ দেবে।

বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই ধরনের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখের সাত দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তার আবেদনে ত্রুটি সংশোধন করার জন্য নোটিশ।

(৬) এই ধারার উপ-ধারা (৫) এর অধীনে আবেদন গ্রহণের তারিখ থেকে কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু হবে।"

১৩. উপরোক্ত বিধানগুলির পাঠ থেকে দেখা যাবে যে, একজন "কার্যকরী ঋণদাতা"-কে, ঋণ পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা"-কে ঋণ পরিশোধের দাবিতে অপরিশোধিত "কার্যকরী ঋণ" বা চালানের একটি অনুলিপি সহ একটি "দাবি নোটিশ" প্রদান করতে হবে। এই "দাবি নোটিশ" বা চালানের অনুলিপি পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে, "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা"-কে হয় "কার্যকরী ঋণদাতা"-কে "কোনো বিরোধের অস্তিত্ব" সম্পর্কে অবহিত করতে হবে অথবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপরিশোধিত "কার্যকরী ঋণ" পরিশোধ করতে হবে। তারপরে, আইবিসি-র ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে, ধারা ৮ এর উপধারা (১) এর অধীনে অর্থ পরিশোধের দাবিতে নোটিশ বা চালান প্রদানের তারিখ থেকে ১০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এবং যদি "কার্যকরী ঋণদাতা" "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা" থেকে অর্থ পরিশোধ না পায় বা আইবিসি-র ধারা ৮ এর উপধারা (২) এর অধীনে বিরোধের বিজ্ঞপ্তি না পায়, তবে "কার্যকরী ঋণদাতা" কর্পোরেট দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

১৪. বিষয়টি আর নতুন নয়। মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কিরুসা সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেডের মামলায় এই আদালতের রায়ের ৩৮ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে:-

> "৩৮. সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে একজন কার্যকরী ঋণদাতার ক্ষেত্রে, অপরিশোধিত কার্যকরী ঋণের একটি দাবি নোটিশ বা পরিমাণের পরিশোধের দাবিতে একটি চালানের অনুলিপি নির্ধারিত ফর্মে প্রদান করতে হবে। কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে দাবি নোটিশ বা চালানের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১০ দিনের সময় দেওয়া হয় কার্যকরী ঋণদাতাকে কোনো বিরোধের অস্তিত্ব থাকলে তা জানানোর জন্য। আমরা ২০১৫ সালের দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বিলের সাথে সংযুক্ত ধারাগুলির উপর নোটও দেখেছি, যেখানে শুধুমাত্র "বিরোধের অস্তিত্ব"-এর উল্লেখ রয়েছে। অন্যথায়ও, ধারা ৮(২)(ক) তে থাকা "এবং" শব্দটিকে "অথবা" হিসেবে পড়তে হবে, আইনগত উদ্দেশ্য এবং "অথবা" হিসেবে না পড়লে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা মনে রেখে।

---

[১](২০২৮) ১ এসসিসি ৩৫৩

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১২১ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

যদি "এবং" হিসাবে পড়া হয়, তবে বিরোধগুলি শুধুমাত্র দেউলিয়া প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেবে যদি সেগুলি ইতিমধ্যে একটি মামলা বা সালিশ কার্যক্রমে বিচারাধীন থাকে এবং অন্যথায় নয়। এটি বড় কষ্টের কারণ হবে; কারণ দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর কয়েকদিন আগে একটি বিরোধ দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে, যদিও একটি বিরোধ থাকতে পারে, কোনো সালিশ ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের কাছে যাওয়ার সময় থাকে না। তদুপরি, দীর্ঘ সীমাবদ্ধতার সময়কালের অনুমতি দেওয়া হলে, যেখানে বিরোধ দেখা দিতে পারে এবং তিন বছর পর্যন্ত কোনো সালিশ ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে পৌঁছাতে না পারে, তবে এই ধরনের ব্যক্তিরা ধারা ৮(২) এর পরিধির বাইরে থাকবে, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু হবে। আইনসভা কর্তৃক এমন কোনো অস্বাভাবিকতা সম্ভবত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না এবং এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও হয়নি। আমরা আরও দেখেছি যে কার্যকরী ঋণের ক্ষেত্রে বিধির উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল এটি নিশ্চিত করা যে এই ধরনের ঋণের পরিমাণ, যা সাধারণত আর্থিক ঋণের তুলনায় কম হয়, কার্যকরী ঋণদাতাদের কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে অকালে দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করাতে বা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম না করে। এই কারণেই পক্ষগুলির মধ্যে একটি বিরোধ বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট।"

১৫. এইভাবে দেখা যেতে পারে যে এই আদালত রায় দিয়েছে যে কার্যকরী ঋণের ক্ষেত্রে আইবিসি-র উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল এটি নিশ্চিত করা যে এই ধরনের ঋণের পরিমাণ, যা সাধারণত আর্থিক ঋণের তুলনায় কম হয়, কার্যকরী ঋণদাতাদের কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে অকালে দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করাতে বা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম না করে। এটা রায় দেওয়া হয়েছে যে এই কারণেই পক্ষগুলির মধ্যে একটি বিরোধ বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট।

১৬. মোবিলক্স ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করা আরও উপযুক্ত হবে, যেখানে এই আদালত "অস্তিত্ব", "প্রকৃত বিরোধ" এবং "প্রকৃত দাবি" শব্দগুলি এবং উক্ত শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রদানকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেছে:-

"৪৫. "অস্তিত্ব" অভিব্যক্তিটি নিম্নরূপ বোঝা গেছে:

"শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি "অস্তিত্ব" শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ দেয়:

(ক) উপস্থিতি থেকে বিপরীত হিসাবে বাস্তবতা।

(খ) বিদ্যমান থাকার ঘটনা বা অবস্থা; সত্তার প্রকৃত দখল। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জীবনযাপনকারী জীবন্ত প্রাণী, জীবন, বিশেষত ক্রমাগত সত্তা।

"যা বিদ্যমান; একটি সত্তা, একটি প্রাণী। যা কিছু বিদ্যমান। (পৃ. ৮৯৪, অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি)"

৪৬. দুটি অত্যন্ত শিক্ষামূলক রায়, একটি অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টের এবং অন্যটি যুক্তরাজ্যের চ্যান্সারি বিভাগের, বিধির ধারা ৮(২)(ক)-এ থাকা "বিরোধের অস্তিত্ব" অভিব্যক্তিটির উপর অনেক আলোকপাত করে। অস্ট্রেলিয়ান রায়টি স্পেন্সার কনস্ট্রাকশনস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম জি অ্যান্ড এম অলড্রিজ পিটিওয়াই লিমিটেড হিসাবে রিপোর্ট করা হয়েছে। [স্পেন্সার কনস্ট্রাকশনস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম জি অ্যান্ড এম অলড্রিজ পিটিওয়াই লিমিটেড, ১৯৯৭ এফসিএ ৬৮১ (অস্ট্রেলিয়া)] অস্ট্রেলিয়ান হাইকোর্টকে কর্পোরেশনস আইনের ৪৫৯-এইচ ধারাটি ব্যাখ্যা করতে হয়েছিল, যা নিম্নরূপ ছিল:

(১)***

(ক) কোম্পানির সাথে প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষের দাবির সাথে সম্পর্কিত ঋণের অস্তিত্ব বা পরিমাণ সম্পর্কে একটি প্রকৃত বিরোধ রয়েছে;

(৬)****

৪৭. "প্রকৃত বিরোধ" অভিব্যক্তিটিকে তখন নিম্নরূপ অর্থ হিসাবে ধরা হয়েছিল:

"ফিন, জে. ইওটা পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম হানভে পিটিওয়াই লিমিটেডে ম্যাকলেন্ড, সি.জে. ইন ইক্যুইটি কর্তৃক প্রদত্ত "প্রকৃত বিরোধ"-এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে সন্তুষ্ট ছিলেন। [ইওটা পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম হানভে পিটিওয়াই লিমিটেড, (১৯৯৪) ১২ এসিএসআর ৭৮৫ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএসআর পৃ. ৭৮৭-এ যেখানে তার সম্মান বলেছেনঃ

আমার মতে, [এই] অভিব্যক্তিটি একটি যুক্তিসঙ্গত দাবিকে বোঝায় যা তদন্তের প্রয়োজন এবং এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদনের সময় উত্থাপিত "গুরুতর প্রশ্ন যা বিচার্য" মানদণ্ডের মতো একই ধরনের বিবেচনাগুলি উত্থাপন করে বা একটি কেভিয়েটের সম্প্রসারণ বা অপসারণের জন্য আবেদনের সময় উত্থাপিত মানদণ্ডের মতো। এর অর্থ এই নয় যে আদালতকে অবশ্যই নির্বিচারে একটি সত্যিকারের বিরোধ সৃষ্টি করে এমন প্রতিটি হলফনামা-এর বিবৃতিকে মেনে নিতে হবে, 'যতই দ্ব্যর্থক, স্পষ্টতার অভাব, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমসাময়িক নথি বা একই দাবিদারের অন্যান্য বিবৃতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং সম্ভাব্য হতে পারে, তা যথেষ্ট প্রাথমিক বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকলে এর সত্যতা তদন্তের জন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন হতে পারে' (দেখুন ইং মি ইয়ং বনাম লেচুমানান [ইং মি ইয়ং] বনাম

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১২৩ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

লেচুমানান, ১৯৮০ এসি ৩৩১ : (১৯৭৯) ৩ ডব্লিউএলআর ৩৭৩ (পিসি)] এসি পৃ. ৩৪১জি), বা 'একটি স্পষ্টভাবে দুর্বল আইনি যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা অসমর্থিত ঘটনার দাবি': দেখুন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াবনাম দেওয়াল [দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া বনাম দেওয়াল, (১৯৮০) ২৪ এসএএসআর ১৮৯ (অস্ট)] এসএএসআর পৃ. ১৯৪।

তার সম্মান লিন্ডগ্রেন, জে.-এর রোহালো ফার্মাসিউটিক্যাল পিটিওয়াই লিমিটেড-এর রায়ের উল্লেখ করেছেন। [রোহালো ফার্মাসিউটিক্যাল পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম আর.পি. শেরার, (১৯৯৪) ১৫ এসিএসআর ৩৪৭ (অস্ট্রেলিয়া)] যেখানে, পৃ. ৩৫৩-এ, তার সম্মান বলেছেন:

'বিধানগুলি [ধারা ৪৫৯-এইচ(১) এবং (৫)-এর] অনুমান করে যে বিরোধ এবং অফসেটিং দাবির একটি "বস্তুনিষ্ঠ" অস্তিত্ব রয়েছে, যার যথার্থতা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। "প্রকৃত" শব্দটি ["প্রকৃত বিরোধ"-এ] সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে গুরুতর বিরোধ এবং দাবির প্রস্তাবনা প্রত্যাশিত, তবে তা বিবেচনা থেকে বাদ দিতে হবে।'

এই আদালত এবং রাজ্য সুপ্রিম কোর্টের একক বিচারকদের অসংখ্য সিদ্ধান্ত রয়েছে যারা কর্পোরেশনস আইনের ৪৫৯-এইচ ধারার উদ্দেশ্যে "একটি প্রকৃত বিরোধ" আছে কিনা তা নির্ধারণে একটি আদালতের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত তা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছে। যা স্পষ্ট তা হল বিধিবদ্ধ দাবি বাতিল করার আবেদন বিবেচনা করার সময়, আদালত তথ্য বা আইনের বিতর্কিত বিষয়গুলি নির্ধারণ করবে না যার একটি উল্লেখযোগ্য বা যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে। কেউ এই ধরনের সূত্র খুঁজে পায়:

'... অন্তত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটা আশা করা যায় না যে আদালত পক্ষগুলির মধ্যে একটি প্রকৃত বিরোধ আছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনো বর্ধিত অনুসন্ধানে নিযুক্ত হবে এবং নিশ্চিতভাবে সেই বিরোধের গুণাগুণ পরিমাপ করার চেষ্টা করবে না। আইনের প্রয়োজন শুধু এইটুকু যে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে একটি বিরোধ আছে এবং এটি একটি প্রকৃত বিরোধ।'

মিবোর ইনভেস্টমেন্টস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কমনওয়েলথ ব্যাংক অফ অস্ট্রেলিয়া দেখুন [মিবোর ইনভেস্টমেন্টস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কমনওয়েলথ ব্যাংক অফ অস্ট্রেলিয়া, (১৯৯৩) ১১ এসিএসআর ৩৬২ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএসআর পৃ. ৩৬৬-৬৭-এ, রায়ান, জে. কর্তৃক মোয়াল ইনভেস্টমেন্টস সার্ভিসেস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম হোয়াইট-এ অনুসরণ করা হয়েছে [মোয়াল ইনভেস্টমেন্টস সার্ভিসেস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম হোয়াইট, (১৯৯৩) ১২ এসিএসআর ৩২০ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএসআর পৃ. ৩২৪-এ।

আরেকটি সূত্র নিম্নরূপ প্রকাশ করা হয়েছেঃ

এটা স্পষ্ট যে সমস্ত ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হল নিছক দাবি এবং আইনের আদালতে প্রয়োজনীয় প্রমাণের মধ্যে কিছু। নিছক দাবির চেয়ে আরও বেশি কিছু প্রয়োজন কারণ যদি তা না হয় তবে যে কেউ কেবল বলতে পারত যে তার কোনো ঋণ নেই....'

জন হল্যান্ড কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কিলপ্যাট্রিক গ্রিন পিটিওয়াই লিমিটেড দেখুন [জন হল্যান্ড কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কিলপ্যাট্রিক গ্রিন পিটিওয়াই লিমিটেড, (১৯৯৪) ১২ এসিএলসি ৭১৬ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএলসি পৃ. ৭১৮-এ, নর্থ্রপ, জে. কর্তৃক অ্যাকোয়াটাউন পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম হোল্ডার স্ট্রাউড পিটিওয়াই লিমিটেডে অনুসরণ করা হয়েছে [অ্যাকোয়াটাউন পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম হোল্ডার স্ট্রাউড পিটিওয়াই লিমিটেড, অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল কোর্ট, ২৫-৬-১৯৯৬, অপ্রকাশিত]

মরিস ক্যাটারিং (অস্ট্রেলিয়া) পিটিওয়াই লিমিটেডে [মরিস ক্যাটারিং (অস্ট্রেলিয়া) পিটিওয়াই লিমিটেড, ইন রি, (১৯৯৩) ১১ এসিএসআর ৬০১ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএসআর পৃ. ৬০৫-এ, থমাস, জে. বলেছেনঃ

'এতে সামান্য সন্দেহ নেই যে বিভাগ ৩ একটি সম্পূর্ণ বিধি হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যা একটি সূত্র নির্ধারণ করে যার জন্য আদালতের পক্ষগুলির মধ্যে অবস্থান মূল্যায়ন করা এবং দাবিগুলি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যেখানে দেখা যায় যে কোনও প্রকৃত বিরোধ নেই এবং কোনও পর্যাপ্ত প্রকৃত অফসেটিং দাবি নেই। এর অর্থ এই নয় যে আদালত গুণাগুণ পরীক্ষা করবে বা বিরোধ নিষ্পত্তি করবে। আদালতের পরীক্ষার নির্দিষ্ট সীমা হল "প্রকৃত বিরোধ" আছে কিনা এবং "প্রকৃত দাবি" আছে কিনা তা নির্ধারণ করা।

ভুয়া বিষয়গুলি বোঝা এবং নিছক বাগাড়ম্বর বা দাবি চিহ্নিত করা প্রায়শই সম্ভব। তবে যথার্থতার ধারণা (বা এর অভাব) ছাড়িয়ে আদালতের কোনও কাজ নেই। এটা উপলব্ধি করা সহায়ক নয় যে অন্য পক্ষের তুলনায় একটি পক্ষের সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, বা পক্ষগুলির মধ্যে অ্যাকাউন্টের চূড়ান্ত অবস্থা অন্য কোনও ফলাফলের চেয়ে একটি ফলাফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রয়োজনীয় কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ - দাবির প্রকৃত স্তর চিহ্নিত করা (এর সম্ভাব্য ফলাফল নয়) এবং একটি অফসেটিং দাবির প্রকৃত স্তর চিহ্নিত করা (এর সম্ভাব্য ফলাফল নয়)।'

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১২৫ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

স্ক্যানহিল পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম সেঞ্চুরি ২১ অস্ট্রালেশিয়া পিটিওয়াই লিমিটেডে [স্ক্যানহিল পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম সেঞ্চুরি ২১ অস্ট্রালেশিয়া পিটিওয়াই লিমিটেড, (১৯৯৩) ১২ এসিএসআর ৩৪১ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএসআর পৃ. ৩৫৭-এ বিজলি, জে. বলেছেনঃ

'... ৪৫৯-এইচ ধারার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার পরীক্ষাটি হল আদালত সন্তুষ্ট কিনা যে আবেদনকারীর একটি অফসেটিং দাবি রয়েছে যা বিচারের জন্য একটি গুরুতর প্রশ্ন।'

চ্যাডউইক ইন্ডাস্ট্রিজ (সাউথ কোস্ট) পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কনডেনসিং ভেপোরাইজারস পিটিওয়াই লিমিটেডে [চ্যাডউইক ইন্ডাস্ট্রিজ (সাউথ কোস্ট) পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কনডেনসিং ভেপোরাইজারস পিটিওয়াই লিমিটেড, (১৯৯৪) ১৩ এসিএসআর ৩৭ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএসআর পৃ. ৩৯-এ, লকহার্ট, জে. বলেছেনঃ

'... সমস্ত রায় থেকে যা স্পষ্টভাবে দেখা যায় তা হল একটি আদালত যে সন্তুষ্টির মান চায় তা বিশেষভাবে উচ্চ নয়। আমি বর্তমান উদ্দেশ্যে মামলাগুলিতে উল্লিখিত যে কোনও মান গ্রহণ করতে সন্তুষ্ট। ... থ্রেশহোল্ডগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ সম্ভবত বিজলি, জে. কর্তৃক ঘোষিত পরীক্ষা, যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই পরীক্ষা এবং আমি যে অন্যান্য মামলার বিবৃতি উল্লেখ করেছি তার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি দেখতে পাই না। তবে, বিজলি, জে.-এর পরীক্ষার প্রয়োগ মামলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে।

অবশ্যই আদালত প্রকৃত বিরোধ আছে কিনা তা দেখার চেয়ে বিরোধের গুণাগুণ পরীক্ষা করবে না। এই প্রসঙ্গে "প্রকৃত বিরোধ"-এর ধারণাটি আমার কাছে ইঙ্গিত করে যে আদালতকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে এমন একটি বিরোধ রয়েছে যা স্পষ্টভাবে বিরক্তিকর বা তুচ্ছ নয়। এটি সন্তুষ্ট হতে হবে যে এমন একটি দাবি রয়েছে যার কিছু সারবত্তা থাকতে পারে।'

গ্রিনউড মনোর পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম উডলক-এ [গ্রিনউড মনোর পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম উডলক, (১৯৯৪) ৪৮ এফসিআর ২২৯ (অস্ট্রেলিয়া)] নর্থ্রপ, জে. মরিস ক্যাটারিং (অস্ট্রেলিয়া) পিটিওয়াই লিমিটেডে থমাস, জে.-এর সূত্রগুলি উল্লেখ করেছেন। [মরিস ক্যাটারিং (অস্ট্রেলিয়া) পিটিওয়াই লিমিটেড, ইন রি, (১৯৯৩) ১১ এসিএসআর ৬০১ (অস্ট্রেলিয়া)] এসিএলসি পৃ. ৯২২-এ এবং মিবোর ইনভেস্টমেন্টস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কমনওয়েলথ ব্যাংক অফ অস্ট্রেলিয়া-এ হেইন, জে.-এর সূত্রগুলি উল্লেখ করেছেন। [মিবোর ইনভেস্টমেন্টস পিটিওয়াই লিমিটেড বনাম কমনওয়েলথ ব্যাংক অফ অস্ট্রেলিয়া, (১৯৯৩) ১১ এসিএসআর ৩৬২ (অস্ট্রেলিয়া)], যেখানে তিনি "প্রকৃত"-এর অভিধান সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন যা এই প্রসঙ্গে "ভুয়া নয়, বাস্তব বা সত্য" এবং উপসংহারে (পৃ. ২৩৪-এ) বলেছেনঃ

যদিও এটা সত্য যে আদালত, ৪৫৯-জি এবং ৪৫৯-এইচ ধারার অধীনে একটি আবেদনে, একটি দাবি সফল হবে কিনা সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নিতে অধিকারী নয়, তবে এটি সন্তুষ্ট হতে হবে যে কোম্পানি এবং প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষের মধ্যে ঋণের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি প্রকৃত বিরোধ রয়েছে। যদি দেখানো যায় যে একটি প্রকৃত বিরোধের অস্তিত্বের সমর্থনে যুক্তির কোনো সম্ভাব্য ভিত্তি থাকতে পারে না, তবে আমার মতে, এটি বলা যায় না যে একটি প্রকৃত বিরোধ রয়েছে। এর মধ্যে, নিজের মধ্যে, দাবি সফল হবে কিনা তা নির্ধারণ করা জড়িত নয়, তবে এটি বিরোধের বাস্তবতা, এটি বাস্তব বা সত্য এবং নিছক ভুয়া নয় তা দেখাতে যায়।"

আমাদের মতে একটি "প্রকৃত" বিরোধের জন্য প্রয়োজনঃ

(১) বিরোধটি সৎ বিশ্বাসে এবং প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান থাকতে হবে;

(২) বিরোধের অস্তিত্বের অভিযোগের ভিত্তিগুলি বাস্তব এবং ভুয়া, অনুমানমূলক, মায়াবী বা ভুল ধারণা নয়।

আমরা মনে করি যে উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একটি প্রকৃত বিরোধ আছে কিনা তা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে, যতক্ষণ না ব্যবহৃত সূত্রটি বিধির শব্দের বিকল্প না হয়।

১৭. এইভাবে এটা স্পষ্ট যে একবার "কার্যকরী ঋণদাতা" এমন একটি আবেদন দাখিল করলে যা অন্যথায় সম্পূর্ণ, বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে আইবিসি-র ধারা ৯(৫)(ii)(ঘ) এর অধীনে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করতে হবে, যদি "কার্যকরী ঋণদাতা" দ্বারা একটি নোটিশ পাওয়া যায় অথবা যদি তথ্য উপযোগিতায় বিরোধের রেকর্ড থাকে। যা প্রয়োজন তা হল "কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা"-র নোটিশ "কার্যকরী ঋণদাতা"-র নজরে একটি বিরোধের অস্তিত্ব বা বিরোধ সম্পর্কিত একটি মামলা বা সালিশ প্রক্রিয়া পক্ষগুলির মধ্যে বিচারাধীন রয়েছে কিনা তা আনতে হবে। এই পর্যায়ে বিচারকারী কর্তৃপক্ষের দেখার জন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র এটাই যে, আরও তদন্তের প্রয়োজন এমন একটি সম্ভাব্য বিতর্ক আছে কিনা এবং বিতর্কটি স্পষ্টতই দুর্বল আইনি যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় এমন তথ্যের দাবি নয়। ভুসি থেকে শস্য আলাদা করা এবং একটি মিথ্যা প্রতিরক্ষা যা নিছক বাগাড়ম্বর তা প্রত্যাখ্যান করা গুরুত্বপূর্ণ। এটা রায় দেওয়া হয়েছে যে, তবে, এই পর্যায়ে, আদালতের প্রতিরক্ষা সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই। আদালত

এখানে উপরে উল্লিখিত পরিমাণ ছাড়া বিরোধের গুণাগুণেও যেতে পারে না। এটা রায় দেওয়া হয়েছে যে যতক্ষণ না একটি বিরোধ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে বিদ্যমান থাকে এবং ভুয়া, অনুমানমূলক বা মায়াবী না হয়, ততক্ষণ বিচারকারী কর্তৃপক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

১৮. এই আদালত কর্তৃক উপরে বর্ণিত আইনের আলোকে, আমাদের বর্তমান মামলার ঘটনাগুলি পরীক্ষা করতে হবে। আমরা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে ওভারসিজ কর্তৃক করা তথাকথিত দাবিকে "কার্যকরী ঋণ" হিসাবে বিবেচনা করা হবে কিনা এবং ওভারসিজকে "কার্যকরী ঋণদাতা" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা এই প্রশ্নগুলির বিষয়ে বারে যুক্তি দেওয়া হলেও, আমরা উক্ত প্রশ্নগুলিতে যাওয়া অপ্রয়োজনীয় মনে করি, কারণ বর্তমান আপিল শুধুমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে কে বোভেট "বিরোধের অস্তিত্ব" এর মামলা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে কিনা।

১৯. প্রতিদ্বন্দ্বী জমাগুলি বিবেচনার জন্য, ২০১৭ সালের ২৩শে নভেম্বর কে বোভেটকে ওভারসিজ কর্তৃক সম্বোধন করা দাবি নোটিশ/চালান উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে:-

"৭. মাশকুর কর্তৃক ইপিসি চুক্তি বাতিলের কারণে, উক্ত উপ-চুক্তির বিশেষ শর্তাবলীর ১৫.২ ধারার ভিত্তিতে ত্রিপক্ষীয় উপ-চুক্তিটিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেষ হয়ে যায়।

৮. ২০১৭ সালের ১৪ই জুলাই বা তার কাছাকাছি সময়ে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ২০১৭ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের তার হলফনামা নোটিশ অফ মোশন (এল) নং ১৩১৪ অফ ২০১৭-এর মামলা (১) নং ৩৮২ অফ ২০১৭-এর উক্ত নোটিশ অফ মোশনের জবাবে দাখিল করে (এরপর "উক্ত উত্তর" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। উক্ত উত্তরে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে এবং স্বীকার করেছে যে মাশকুর এখন, কার্যকরী ঋণদাতার প্রতিস্থাপন হিসাবে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে উক্ত প্রকল্পের জন্য তার ইপিসি ঠিকাদার হিসাবে এবং ২০১৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখের ইপিসি চুক্তির অধীনে নিযুক্ত করেছে। ফলস্বরূপ, ২০১০ সালের ১৮ই এপ্রিল মাশকুর, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং কার্যকরী ঋণদাতার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি মাশকুর এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত নতুন চুক্তি দ্বারা বাতিল এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা ২০১০ সালের ১৮ই এপ্রিল মাশকুর, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা এবং কার্যকরী ঋণদাতার মধ্যে উক্ত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে আর কাজ করতে পারে না, কারণ এটি মাশকুর এবং কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত ২০১৭ সালের ৫ই জুলাই তারিখের নতুন চুক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।"

৯. কার্যকরী ঋণদাতা তাই বলেছে যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার উক্ত উত্তরে স্বীকারোক্তির আলোকে, কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কার্যকরী ঋণদাতাকে অবিলম্বে উক্ত অগ্রিম পরিমাণ ফেরত দিতে বাধ্য। কার্যকরী ঋণদাতা আরও বলেছে যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা কর্তৃক কার্যকরী ঋণদাতাকে ফেরত হিসাবে ২০১৭ সালের ৫ই জুলাই বা তার কাছাকাছি সময়ে উক্ত অগ্রিম পরিমাণ প্রাপ্য এবং পরিশোধযোগ্য হয়েছিল, অর্থাৎ যে তারিখে মাশকুর কর্তৃক কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে ইপিসি ঠিকাদার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১০. কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা তাই উক্ত অগ্রিম পরিমাণ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

২০. এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে ওভারসিজের দাবি হল কে বোভেট কর্তৃক তার নোটিশ অফ মোশনের উত্তরে দাখিল করা উত্তরে, এটি স্বীকার করেছে যে মাশকুর, ওভারসিজের প্রতিস্থাপন হিসাবে, কে বোভেটকে ঠিকাদার হিসাবে নিযুক্ত করেছে। সেই হিসাবে, ২০১০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাতিল এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সেই হিসাবে, কে বোভেট উক্ত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে কাজ করতে পারে না। ওভারসিজের মতে, তাই, উত্তরে স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, কে বোভেট অবিলম্বে অগ্রিম পরিমাণ ফেরত দিতে বাধ্য।

২১. আইবিসি-র ধারা ৮-এর উপ-ধারা (২)-এর (ক) ধারার বিধান অনুসারে, কে বোভেট কর্তৃক ওভারসিজকে সম্বোধন করা ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের উত্তর উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে:-

"৩. আমরা জানাই যে কে বোভেট ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকা (সাতচল্লিশ কোটি বারো লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)-এর সমতুল্য ১০.৬২ মিলিয়নের দাবি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে। আমরা জানাই যে কে বোভেট পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে মাশকুর সুগার কোম্পানি লিমিটেডের (এরপর মাশকুর) পক্ষে অগ্রিম অর্থ পেয়েছিল। আমরা জানাই যে এর পরে মাশকুর তাদের ২০১৭.০৫.১৭ তারিখের চিঠি অনুসারে আপনার সাথে একটি চুক্তি বাতিল করেছে এবং তাই কে বোভেটের ওআইএ-এর প্রতি আর্থিক দায় রয়েছে।

৪. আমরা জানাই যে ২০১৭.০৭.০৫ তারিখে মাশকুর কে বোভেটের সাথে একটি নতুন চুক্তি করেছে। উক্ত চুক্তিতে মাশকুর কে বোভেটকে মাশকুর থেকে প্রদত্ত ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকা (সাতচল্লিশ কোটি বারো লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র)-এর সমতুল্য ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আগের অগ্রিম অর্থ বিবেচনা করেছে। কে বোভেটের পক্ষে নতুন চুক্তি সম্পাদন কোনোভাবেই কে বোভেটের উপর কোনো স্বয়ংক্রিয় দায় তৈরি করে না।

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১২৯ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

ওআইএ এবং কে বোভেটের মধ্যে এই ধরনের কোনো আইনি এবং চুক্তিবদ্ধ আর্থিক দায় নেই। "ঋণ" এবং "কার্যকরী ঋণদাতা"-এর সংজ্ঞার খুব মনোযোগ সহকারে পড়লেই প্রমাণিত হবে যে মাশকুর কর্তৃক আপনার সাথে চুক্তি বাতিল করলে কে বোভেটের পক্ষ থেকে ওআইএ-এর প্রতি কোনো ঋণ তৈরি হয় না। এটি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছে যে কে বোভেট ওআইএ-এর প্রতি একজন কার্যকরী ঋণদাতা।

"৫. আমরা জানাই যে, মামলা (এল) নং ৩৮২ অফ ২০১৭-এর আবেদন অনুসারে, আপনি ২০১৭ সালের ২রা মার্চের চুক্তিপত্রের অধীনে ১০,৭৪৫,০০০/- টাকার পরিমাণ প্রকাশের ত্রাণ চেয়েছেন। এর পরে আপনার দাবি করা ঋণের পরিমাণের অস্তিত্বের একটি বিরোধ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আপনার দাবি নোটিশটি দেউলিয়া ও দেউলিয়া বিধি, ২০১৬-এর বিধান এবং আরও বিশেষভাবে ধারা ৫(৬), ধারা ৯(৫)(i)(ঘ) এবং ধারা ৯(৫)(ii)(ঘ) বিবেচনা করে ত্রুটিপূর্ণ, অবৈধ এবং আইনের দৃষ্টিতে খারাপ।"

[জোর যোগ করা হয়েছে]

২২. এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে কে বোভেট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার উক্ত পরিমাণ মাশকুরের পক্ষে অগ্রিম অর্থ হিসাবে প্রাপ্ত হয়েছিল। বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে ২০১৭ সালের ৫ই জুলাই মাশকুর এবং কে বোভেটের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে, ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার উক্ত অগ্রিম অর্থ বিবেচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কে বোভেটের অনুকূলে নতুন চুক্তি সম্পাদন কোনোভাবেই কে বোভেটের উপর স্বয়ংক্রিয় দায় তৈরি করে না। সেই হিসাবে, কে বোভেট ওভারসিজ কর্তৃক করা দাবি বিরোধিতা করার জন্য "বিরোধের অস্তিত্ব" ব্যবহার করেছে।

২৩. আমাদের পরীক্ষা করতে হবে যে "বিরোধের অস্তিত্ব" সম্পর্কিত কে বোভেটের দাবিকে এমন একটি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা যা ভুয়া, মায়াবী বা কোনো প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। ২০১০ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মাশকুর, ওভারসিজ এবং কে বোভেটের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ১৪.১ ধারা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবেঃ-"১. উপ-চুক্তির মূল্যের ১০% সুদের মুক্ত অগ্রিম অর্থপ্রদান টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সরাসরি উপ-ঠিকাদারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চালান এবং অগ্রিম অর্থপ্রদানের ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার বিপরীতে, উপ-চুক্তির মূল্যের ১০% এর জন্য, যে কোনও ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে যা মাশকুরের কাছে গ্রহণযোগ্য, এক্সিম ব্যাংক থেকে অর্থ প্রাপ্তির পর।

অগ্রিম অর্থপ্রদানের ব্যাংক গ্যারান্টি এখানে সংযুক্ত ফর্ম্যাট অনুযায়ী হবে (চাহিদা গ্যারান্টির জন্য অভিন্ন নিয়ম, প্রকাশনা নং ৭৫৮, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিষদ) এবং এর মূল্য শিপিং নথি দ্বারা প্রমাণিত এবং এক্সিম ব্যাংক থেকে অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে চালান করা অর্থের মূল্যের অনুপাতে হ্রাস করা যেতে পারে।"

২৪. ২০১১ সালের ২৯শে মার্চ ওভারসিজ থেকে মাশকুরকে পাঠানো ই-মেইলটি উল্লেখ করা আরও প্রাসঙ্গিক হবে:-

"১. মাশকুর সুগার কোম্পানি ১০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার + ১.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) কারখানা ডিডিই-এর বিপরীতে ওআইএ-কে দুটি চালানের অর্থ প্রদান করবে।

২. ওআইএ মাশকুরকে অগ্রিম ব্যাংক গ্যারান্টি এবং পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার পর এবং মাশকুর কর্তৃক এর নিশ্চিতকরণ ও গ্রহণযোগ্যতা এবং ৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ওআইএ ব্যাংক গ্যারান্টির অব্যাহতি দেওয়ার পর কে বোভেটকে ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ প্রদান করবে।

৩. মাশকুর ওআইএ-কে ৪.৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (৩.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার + ০.৮৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)... সিভিল কাজের দুটি চালানের দ্বিতীয় অর্থ প্রদান করবে।

৪. ওআইএ, ওআইএ এবং সিভিল ঠিকাদারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর এবং চুক্তি অনুযায়ী সিভিল ঠিকাদারের এবিজি/পিবিজি গ্রহণের বিষয়ে মাশকুর থেকে নিশ্চিতকরণের পর সিভিল ঠিকাদারকে ১.১১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অগ্রিম অর্থ প্রদান করবে।

আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এক্সিমকে অনুমোদন পত্র পাঠাতে।"

২৫. এর পাঠ্য থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে যে মাশকুর ১০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার + ১.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ওভারসিজের দুটি চালানের অর্থ প্রদান করবে। আরও দেখা যাবে যে মাশকুরকে অগ্রিম ব্যাংক গ্যারান্টি এবং পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার পর এবং মাশকুর কর্তৃক এর নিশ্চিতকরণ ও গ্রহণযোগ্যতার পর ওভারসিজ কে বোভেটকে ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ প্রদান করবে।

২৬. ২০১১ সালের ২১শে এপ্রিল এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক ওভারসিজকে সম্বোধন করা যোগাযোগটি উল্লেখ করা আরও প্রাসঙ্গিক হবে:-

"জিওআই সুদান সরকারকে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জন্য এক্সিম ব্যাংকের লাইন অফ ক্রেডিট সমর্থন করেছে। অনুমোদন নং এক্সিম/জিওআইএলওসি-৮২/১. বিতরণ পরামর্শ:৩.

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১৩১ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

আমরা জানাইতেছি যে, ৪৬,৫৮,৭৫,৮৫৩/- (ছেচল্লিশ কোটি আটান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশত তিপান্ন) টাকা পরিমাণ একটি অর্থ ভারত ওভারসিজ ব্যাংক, নেহেরু প্লেস, নতুন দিল্লী-তে আরটিজিএস কোড আইওবিএ০০০৫৪৩ মারফত ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর হিসাবে জমা করা হইয়াছে। এই অর্থ প্রদানটি মাশকুর সুগার কোম্পানি, সুদান এবং ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর মধ্যে চুক্তি সাপেক্ষে করা হইয়াছে। অর্থ প্রদানের বিবরণ নিম্নরূপঃ

মার্কিন ডলারে আমানত

বিতরণ নং	চালান মূল্য (সিআইএফ) ১০০%	যোগ্য মূল্য ১০০%	নেট প্রেরিত মূল্য	মূল্য তারিখ
২	১৫,০০০,০০০.০০	১০,৫০০,০০০.০০	১০,৪৭৬,৭৮১.৮৫	১৮ই এপ্রিল, ২০১১

২. বিতরণটি নিম্নলিখিতভাবে ভেঙে দেখানো হলো:-

মার্কিন ডলার

যোগ্য মূল্য	১০,৫০০,০০০.০০	৪৬৫,৯১১,২৫০.০০
বিয়োগ: আলোচনা (পরিষেবা কর) চার্জ	২৩,২১৮.১৫	১০,৩০,২৪৭.০০
মুদ্রা রূপান্তর চার্জ এবং পরিষেবা কর		১১০.০০
নেট রেমিট্যান্স	১০,৪৭৬,৭৮১.৮৫	৪৬,৪৮,৮০,৮৯৩.০০

৩. অনুগ্রহ করে ক্রেডিট প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

[জোর দেওয়া হয়েছে]

২৭. একই তারিখে ওভারসিজ কর্তৃক মাশকুরকে প্রেরিত যোগাযোগটির উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হইবে:-

"সংযুক্ত পত্র মোতাবেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় (ওএফএসি) দ্বারা কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক ১০.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অগ্রিম অর্থ ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হইয়াছে। সংযুক্ত এক্সিম ব্যাংকের অর্থ প্রদান সংক্রান্ত উপদেশপত্র অনুযায়ী প্রতি মার্কিন ডলার ৪৪.৩৭ টাকা হারে এই অর্থ আমাদের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে।"

আরও, ওইআইএ মাশকুর সুগার কোম্পানিকে অগ্রিম ব্যাংক গ্যারান্টি এবং কার্য সম্পাদন ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেওয়ার পর এবং মাশকুর সুগার কোম্পানি কর্তৃক উহার নিশ্চিতকরণ এবং স্বীকৃতি এবং শ্রী ঘোদগঙ্করের ওইআইএ-এর ৭৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের ব্যাংক গ্যারান্টি খালাস করার পর কে বোভেটকে ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ প্রদান করিবে। (২৯.০৩.২০১১ তারিখের ই-মেইল অনুসারে)।"

[গুরুত্ব আরোপিত]

২৮. মাশকুর কর্তৃক ওভারসিজকে প্রেরিত ২৮শে জুলাই ২০১১ তারিখের যোগাযোগটি আরও পরিস্থিতি স্পষ্ট করিবে, যাহা এইরূপ:-

"আমরা আপনাকে জানাইতে আনন্দিত যে, মনোনীত উপ-ঠিকাদার মেসার্স কে বোভেট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড উপ-চুক্তি চুক্তি অনুযায়ী আমাদের নিকট অগ্রিম অর্থ প্রদান ব্যাংক গ্যারান্টি এবং কার্য সম্পাদন ব্যাংক গ্যারান্টি জমা করিয়াছে এবং আমরা উহাতে সন্তুষ্ট।

উপরোক্তের আলোকে, আমরা আপনার সদয় অনুরোধ করিতেছি যে, মাশকুরকে প্রেরিত ২১.০৪.২০১১ তারিখের পত্র অনুসারে উপ-চুক্তি মূল্যের ১০% প্রদান করুন।

প্রদানটি নিম্নরূপ হইবে:-

উপকারভোগীর নাম: মেসার্স কে বোভেট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাইভেট লিমিটেড।

ব্যাংকের নাম: মেসার্স ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র, সাতারা, সিটি শাখা।

আইএফএসসি কোড: এমএএইচ৮০০০০১৩৪।

হিসাব নম্বর: ৬০১১৮১৬৮৪৫৭।

প্রদানের পদ্ধতি: আরটিজিএস।

৪৭,১২,১০,০০০/- টাকা (সাতচল্লিশ কোটি বারো লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) পরিমাণ অর্থ।

প্রদান খালাস সংক্রান্ত আপনার পক্ষ থেকে নিশ্চিতকরণ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা আপনার ৭৫ লক্ষ মার্কিন ডলারের ব্যাংক গ্যারান্টি খালাস করিব।"

কে বাউভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড. বনাম ওভারসিয়াস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ১৩৩ অ্যালায়েন্স (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড

আজ সুরেশবাবুর সহিত আমার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মূল খালাস ব্যাংক গ্যারান্টি সহ আগামী সপ্তাহের শুরুতে ভারতে থাকিব।"

[গুরুত্ব আরোপিত]

২৯. ইতিপূর্বে এখানে আলোচিত হইয়াছে যে, বিনিময় হারের কারণে কম অর্থ প্রদান সংক্রান্ত কে বোভেটের কিছু অভিযোগ ছিল, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে কে বোভেট কর্তৃক মাশকুরকে প্রেরিত যোগাযোগটি উক্ত পরিস্থিতি স্পষ্ট করিবে, যাহা এইরূপ:-

"আমরা ২০১১ সালের ৩০শে আগস্ট মেসার্স ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কর্তৃক ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকা পাইয়াছি, যাহা ৪৪.৩৭ টাকা প্রতি মার্কিন ডলার হারে ১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য, যেখানে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী ঐ দিন বিনিময় হার ছিল ৪৬.২৬ টাকা প্রতি মার্কিন ডলার, সুতরাং পরিমাণটি ৪৯,১২,০৮,০১২/- টাকা হইত, সুতরাং তাহারা ১,৯৯,৯৮,০১২/- টাকা কম প্রদান করিয়াছে।

অতএব আপনাকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, ওভারসিজকে ১,৯৯,৯৮,০১২/- টাকা অবিলম্বে আমাদের নিকট প্রদানের পরামর্শ দিন।"

৩০. ওভারসিজের মামলার শেষ পেরেকটি হইবে সুদানের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক মাশকুরকে প্রেরিত ২৫শে এপ্রিল ২০১৭ তারিখের যোগাযোগের প্রকৃতিতে, যাহা এইরূপ:-

"পূর্ববর্তী পত্রের উল্লেখপূর্বক, আমরা ১৮ই এপ্রিল ২০১৭ তারিখের ১৪২৫/সেক্রেটারি(ইআর)/২০১৭ নম্বর দপ্তর পত্র পাইয়াছি, যাহা শ্রী অমর সিনহা, সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক), বিদেশ মন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন দিল্লী, ভারত কর্তৃক ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (ওআইএ)-এর সহিত চুক্তি বাতিল করার এবং মার্কিন ডলার ১৫০,০০০,০০০ মূল্যের ভারত সরকারের ঋণপত্রের অব্যবহৃত অংশের জন্য মাশকুর সুগার প্রকল্পের সরাসরি ঠিকাদার হিসাবে কে বোভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (কেবিইএল)-এর সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ত্বরান্বিত করা হইয়াছে।

রেকর্ড অনুযায়ী, এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক ওআইএ-কে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রথম কিস্তি হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত তহবিল হইতে মাশকুর সুগার কোম্পানির পক্ষে ওআইএ কর্তৃক কে বোভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড "কেবিইএল"-কে ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকা (১০.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) প্রদান করা হইয়াছিল।"

কেবিইএল-এর সাথে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়, দয়া করে মনে রাখবেন যে, প্রকল্প সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মাশকুর সুগার কোম্পানি লিমিটেডকে যে সরবরাহ করা হবে তার বিপরীতে উপরে উল্লিখিত ১০.৬২ মার্কিন ডলার কে বোভেট ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড দ্বারা সমন্বয় করা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই, মনে রাখা উচিত যে, মাশকুরের সাথে ওআইএ-এর চুক্তি বাতিল হওয়া তাদের ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এলওসি ১ম কিস্তির ভারসাম্যের জন্য কোনো দায় থেকে মুক্তি দেবে না, কেবিইএল-কে ইতিমধ্যে প্রদত্ত ১০.৬২ মার্কিন ডলার ব্যতীত, যা প্রধান ঠিকাদার হিসাবে কেবিইএল-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সমন্বয় করা হবে।"

[গুরুত্ব আরোপিত]

৩১. এইভাবে এটা সুস্পষ্ট যে, কে বোভেটের মামলা যে ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার পরিমাণ যা ওভারসিজ কর্তৃক তাদের প্রদান করা হয়েছিল, তা মাশকুরের পক্ষে এক্সিম ব্যাংক কর্তৃক ওভারসিজকে মুক্তিপ্রাপ্ত তহবিল থেকে মাশকুরের পক্ষে প্রদান করা হয়েছিল, তাকে একটি বিতর্ক বলা যায় না যা ভিত্তিহীন, কাল্পনিক বা রেকর্ডে স্থাপিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। রেকর্ডে স্থাপিত উপাদান স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে, ওভারসিজ কর্তৃক উপ-ঠিকাদার হিসাবে কে বোভেটকে করা প্রাথমিক প্রদান, যে ছিল একজন ঠিকাদার, তা মাশকুরের পক্ষে এবং মাশাকুর থেকে ওভারসিজ কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিল থেকে করা হয়েছিল। এটাও স্পষ্ট হবে যে, যখন মাশাকুর এবং কে বোভেটের মধ্যে সরাসরি একটি নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তখন মাশাকুর ৪৭,১২,১০,০০০/- টাকার উক্ত পরিমাণটি প্রকল্প সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মাশাকুর সুগার কোম্পানি লিমিটেডকে করা সরবরাহের বিপরীতে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছিল। বিপরীতে, নথিগুলি স্পষ্ট করে যে, ওভারসিজের সাথে চুক্তি বাতিল হওয়া তাদের ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এলওসি ১ম কিস্তির ভারসাম্যের জন্য কোনো দায় থেকে মুক্তি দেবে না, কে বোভেটকে প্রদত্ত ১০.৬২ মার্কিন ডলার ব্যতীত।

৩২. এই পরিস্থিতিতে, আমরা দেখতে পাই যে, এনসিএলটি সঠিকভাবে ওভারসিজের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল, কে বোভেট এবং ওভারসিজের মধ্যে একটি বিতর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে এবং এইভাবে, আইবিসি-এর ৯ ধারার অধীনে একটি আদেশ পাস করা যেত না। আমরা দেখতে পাই যে, এনসিএলএটি স্পষ্টভাবে বাস্তব এবং আইনি অবস্থানের ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং এনসিএলটি-এর আদেশ বাতিল করে ৯ ধারার আবেদন গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে ভুল করেছে।

৩৩. ফলস্বরূপ, এই আপিল মঞ্জুর করা হলো এবং এনসিএলএটি কর্তৃক ২০১৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর পাস হওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আদেশ বাতিল করা হলো। এনসিএলটি কর্তৃক ২০১৮ সালের ২৬শে জুলাই পাস হওয়া আদেশ বহাল রাখা হলো।

৩৪. উপরে উল্লিখিত কারণে, সমস্ত বিচারাধীন আইএগুলি নিষ্পত্তি করা হলো।

নিধি জৈন আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu